দেশে রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে, ১৩ দিনে এসেছে সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা

বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স প্রবাহে কিছুটা গতি ফিরেছে। অক্টোবর মাসে প্রথম ১৩ দিনে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৭৮ কোটি ১২ লাখ ডলার। রেমিটেন্সে প্রতি ডলারের জন্য এখন ১১০ টাকা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। সে হিসাবে অক্টোবরের ১৩ দিনে ৮ হাজার ৫৯৩ কোটি টাকা এসেছে; প্রতিদিন এসেছে ৬৬১ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক রোববার রেমিটেন্স প্রবাহের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, চলতি অক্টোবর মাসে প্রথম ১৩ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ৭৮ কোটি ১২ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৬ কোটি ডলারের কিছু বেশি। মাসের বাকি ১৮ দিনে এই হারে আসলে মাস শেষে মোট রেমিটেন্সের অঙ্ক দাঁড়াবে ১৮৬ কোটি ২৮ লাখ ডলার।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসীরা ১৩৪ কোটি ৩৬ লাখ (১.৩৬ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৪ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। একক মাসের হিসাবে সেপ্টেম্বর মাসের রেমিটেন্স ছিল সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

২০২০ সালের এপ্রিলে ১০৯ কোটি ২৯ লাখ (১.০৯ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এর পর গত সাড়ে তিন বছরে সেপ্টেম্বরের মত এত কম রেমিটেন্স দেশে আসেনি।

২০২০ সালের প্রথম দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। দেশে দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় লকডাউন; সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। কমতে শুরু করে রেমিটেন্স। সেই ধাক্কায় ২০২০ সালের মার্চে রেমিটেন্স ১২৭ কোটি ৬২ লাখ ডলারে নেমে আসে। এপ্রিলে তা আরও কমে ১০৯ কোটি ২৯ লাখ ডলারে নেমে আসে। এর পর থেকে অবশ্য রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়তে থাকে।

অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ১৯৭ কোটি (১.৯৭ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল

৬৯৪ কোটি টাকা।গত বছরের সেপ্টেম্বরে ১৫৩ কোটি ৯৬ লাখ ডলার রেমিটেন্স দেশে এসেছিল।

রেমিটেন্সে গতি ফেরায় গত সপ্তাহে রিজার্ভ কমেনি; বিপিএম৬ হিসাবে রিজার্ভ সামান্য বেড়েছে। গত সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ২১ দশমিক শূন্য সাত বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের ‘গ্রস’ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২৬ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। আগের সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার বিপিএম৬ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২১ দশমিক শূন্য পাঁচ বিলিয়ন ডলার। ‘গ্রস’ হিসাবে রিজার্ভ ছিল ২৬ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশে মানবাধিকার চর্চা এবং ইইউ’র তথাকথিত মানবাধিকার শিক্ষা

নিজ ঘর না সামলে আজকাল পশ্চিমার যেভাবে আমাদের রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা এবং মানবাধিকার ইস্যুতে একের পর এক হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে এর নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের নিজ দেশের কিছু মানুষ এবং সুবিধাভোগী চক্র বিদেশি শক্তিগুলোকে এ ধরণের সুযোগ করে দিচ্ছেন। আজ কথা বলছি তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠন ‘অধিকার’ এর অন্যতম কর্তাব্যক্তি আদিলুর রহমানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি বিচারিক আদালত কর্তৃক শাস্তি এবং এ বিষয় নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ)-র পার্লামেন্টে পাশকৃত প্রস্তাব, যেখানে তারা আমাদের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মজার বিষয় হচ্ছে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন খোদ ইইউ পার্লামেন্ট সদস্য ম্যাক্সিমিলিয়ন ক্রাহ। সুযোগ পেলেই পশ্চিমারা আমাদের মাননাধিকার শেখাতে আসে এবং এটিকে আমাদের সাহায্যের বিনিময়ে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

তাদের এই তথাকথিত মানবাধিকার চর্চার বিষয়টি কতটুকু স্ববিরোধী এর

সর্বসাম্প্রতিক উদাহারণ হচ্ছে ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যকার চলমান সংঘাতে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী (সেই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থনে) কর্তৃক গাজা উপত্যকায় জাতিগত ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত বিষয়ে কোন কথা ইইউ-র কাছ থেকে এখন পর্যন্ত শুনিনি। প্রকারান্তরে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের গতিবিধি দিয়েই কিন্তু তাদের মানসিকতাকে যাচাই করতে পারছি। সেই সাথে দশকের পর দশক ধরে চলমান ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতে পশ্চিমারা সরাসরি ইসরাইলের পক্ষ্যেই তাদের অবস্থান ব্যক্ত করে আসছে।

বাংলাদেশে ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর মতিঝিলে হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক সাধিত তাণ্ডবে সরকারের তরফ থেকে যে ভূমিকা নেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে সরকার ভুলটি কোথায় করেছে, সেই প্রশ্নে না গিয়ে গুজব সৃষ্টিকারী কিছু ব্যক্তির পক্ষ্যে সরাসরি অবস্থান নিয়ে তারা আসলে আমাদের দেশকে নিয়ে কি ভাবছে এবং কোন পর্যায়ে টেনে নামাতে চাইছে-বিষয়টি কিন্তু গভীর উদ্বেগের। আমরা যদি পাল্টা আমাদের দিক থেকে তাদের উল্টো জিজ্ঞেস করি, পশ্চিমা কোন দেশের স্বাভাবিক কর্মকান্ডে যদি কোন অপশক্তি সাধারণ জনগণের অধিকারের বিপরীতে কাজ করে তাহলে সেদেশ বা দেশগুলোর সরকার কি করে থাকে? আমরা এরকম অনেক দেখেছি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্যসহ অনেক ইউরোপীয় দেশে তাদের ভাষায় বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসী হামলার বিপরীতে বন্দুক যুদ্ধের মাধ্যমে কখনও হামলাকারীদের পাকরাও আবার কখনও হত্যার ঘটনা ঘটানো হয়। কিছুদিন আগেও ফ্রান্সে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক হত্যা নিয়ে ব্যাপক বিদ্রোহ হয়েছে। দেশটির সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময় সংখ্যালঘু মুসলিম এবং কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যের জবাবে কি আমরা কখনো ইইউর মানবাধিকার কমিশনকে সচেতনভাবে কোন ভূমিকা নিতে দেখেছি? দেখিনি।

বাংলাদেশের বিচারিক আদালতের রায়ে যিনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদন্ডে দণ্ডিত হয়েছেন তার অপরাধের মাত্রাটুকু যদি আমরা বিবেচনা করে দেখি তাহলেই বুঝতে পারব পশ্চিমা ইইউ কর্তৃক এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া কতটা অশোভন। ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশের সময় তারা যে ধরণের নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল, এতে করে পুরো ঢাকা প্রায় অচল হবার অবস্থা হয়েছিল। সরকারের তরফ থেকে বারবার তাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সভা সমাবেশ এবং যৌক্তিক পন্থায় তাদের দাবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জনজীবনে আতংক সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে বলা হলেও তারা সেবিষয়ে কর্ণপাত করেনি। সবশেষে

[redacted]

[redacted]

শেখ জাররাহ এলাকা থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে ইসরাইলের দখলের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করে সেই এলাকা দখল করে ইসরাইলি বাহিনী মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন করেছে’। চিঠিতে ফিলিস্তিনের রাজধানী পূর্ব জেরুজালেমসহ ১৯৬৭ সালের সীমান্তের ওপর ভিত্তি করে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থানও পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

এর আগে ২০২০ সালে এবং পরে ২০২২ সালেও একই ভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন চিঠি দিয়েছিলেন। গত পাঁচ দশক ধরে ফিলিস্তিনের বেশ কয়েকটি অঞ্চল দখল করে রেখেছে ইসরায়েল। যে কারণে ইসরায়েলকে কি ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের (আইজিসে) মতামত জানতে জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। এই প্রস্তাবের পক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশ ভোট দিয়েছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

গাজা এখন ভয়ানক মৃত্যুপুরী

হামাস ও ইসরায়েল সংঘাতের আটদিন আজ। চলমান সংঘর্ষে বিশ্বের অন্যতম জনবসতিপূর্ণ গাজায় এখন পর্যন্ত ২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি এবং অন্যদিকে ১ হাজার ৩০০ ইসরায়েলি নিহত হয়ে অঞ্চলটি এক ভয়ানক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে।

শনিবারের আপডেটে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এক সপ্তাহ আগে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ৭২৪ শিশু এবং ৪৫৮ নারীসহ ২ হাজার ২১৫ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, গাজায় আরও ৮ হাজার ৭১৪ জন নাগরিক আহত হয়েছেন এবং বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত পেয়েছেন। আহতদের মধ্যে ২ হাজার ৪৫০ শিশু এবং ১ হাজার ৫৩৬ জন নারী রয়েছেন।

ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলছেন, মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়ে

যাওয়ায় গাজার হাসপাতালগুলো আহত লোকে ভরে গেছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শনিবার ঘোষণা করেছে, গাজা উপত্যকায় ২ হাজারের বেশি বেসামরিক নাগরিক সংঘাতে নিহত হয়েছে। আরও হাজার হাজার আহত লোক দিয়ে কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ভরে গেছে।

খাদ্য, পানি এবং চিকিৎসার অভাবে গাজার মানবিক সংকট চরমে। বিদ্যুৎ সরবরাহও বন্ধ। শনিবার সিএনএনের কাছে আসা ভিডিওতে বেশ কয়েকজন আহত ব্যক্তিকে দেইর আল বালাহের আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখা গেছে। হাসপাতালে জরুরি পরিষেবাগুলোকে চিকিত্সা সহায়তার প্রয়োজনে সকল বয়সের লোকদের স্ট্রেচার নিয়ে পাগলের মতো ছুটে আসতে দেখা গেছে।

ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নিয়ে ইইউ পার্লামেন্টে রেজুলেশন: জার্মান এমপি

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশেষ করে ‘অধিকার’ ইস্যুতে রেজুলেশন সম্পর্কে জার্মান এমপি ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহ বলেছেন, ‘আমি এর বিরুদ্ধে ছিলাম, কারণ সাধারণভাবে আমি এই প্রস্তাবগুলোর বিরুদ্ধে সত্যিই সন্দিহান। কারণ- প্রথমত এগুলো খুব তড়িঘড়ি করে এনজিওগুলো থেকে উত্থাপন করা হয়। যুক্তরাজ্যের ইউটুডে- কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন কথা জানান তিনি।

ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহ বলেন, ‘তারা (এনজিওগুলো) সাধারণত পুনরায় নিরীক্ষা না করা তথ্যকে গুরুত্ব দেয়। এজন্য আমি নিজে পুনরায় নিরীক্ষা করি। এরপর দুতাবাসগুলোকে তাদের যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দেই এবং এটি সব দিক থেকে গুগলে সার্চ করি। সাধারণত আমি মনে করি না যে, এই ঘটনাগুলো বিশ্বাসযোগ্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না কারণ একজন এনজিও কর্মী পুলিশের সহিংসতা সম্পর্কে একটি ভুল বিবৃতি

দিয়েছিলেন এবং এটি সত্যিকারের উত্থান বা দাঙ্গার কারণ হতে পারে এমন ঝুঁকি ছিল। এ ধরনের ভুল তথ্য ইউরোপেও শাস্তিযোগ্য।

তার মতে, ভুয়া এনজিও, যারা প্রায়শই মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে, প্রায়শই আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার জন্য ‘সন্দেহভাজন’ ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সম্প্রতি ‘কাতারগেট কেলেঙ্কারির’ মতো তারা কখনও কখনও সংগঠিত অপরাধমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে প্রায়শই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করার জন্য বিদেশি কুশীলবদের নিয়ে কমিশন করা হয়। এই ধরনের ঘটনাগুলো ইইউ প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে সমাধান করতে চাইছে।

বিষয়টি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সে সম্পর্কে তার নিজস্ব সুপারিশ জিজ্ঞাসা জানতে চাইলে ক্রাহ বলেন, ‘অবশ্যই ভুল তথ্যের ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি হচ্ছে- আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করা, তবে সাধারণভাবে আপনাকে এই এনজিও শক্তির পুরো কাঠামোর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

তার মতে, একটি বিশাল মানবাধিকার শিল্প রয়েছে যা বিশ্বজুড়ে পশ্চিমা বৈদেশিক নীতির স্বার্থপ্রচারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এর অর্থ হচ্ছে- আপনাকে সচেতন হতে হবে যে মানবাধিকার ইস্যুগুলো সংবেদনশীল বিষয় এবং এর জন্য নিবেদিত চমৎকার এনজিওগ্রুপ রয়েছে। তবে আপনাকে এটিও সচেতন হতে হবে যে, এটি এখন সমগ্র বিশ্বে তার বৈদেশিক নীতির এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে তিনি মনে করেন কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ইইউ এখন বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার। বাণিজ্যিক সম্পর্ককে পরবর্তী উচ্চপর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি বিষয়টিকে এতটাই স্পষ্ট মনে করি যে, শেষ পর্যন্ত এই রেজুলেশন, যার কোনো আইনগত ক্ষমতা নেই, এমন কোনও হুমকি হবে না যা আমরা অতিক্রম করতে পারবো না।’

তিনি আরও বলেন, ‘এটা খুবই অর্থবহ ছিল। অবশ্যই, সংসদ সদস্যরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি গল্প শোনার পরে ভাল ব্যাখ্যা বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি যে তারা সংবেদনশীল ছিল, তবে তারা পুরো চিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিল না।’

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন অক্সফোর্ড ম্যাট্রিক্সের লিগ্যাল কনসালটেন্ট ড. রায়হান রশিদ । ড. রশিদ প্রস্তাবটিকে সমানভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এটিকে “মূলত ভুল তথ্য” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

এটা কীভাবে ঘটতে পারে জানতে চাইলে ড. রশিদ বলেন, ‘পুরো মামলাটি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলাটি শুরু হয়।

তিনি বলেন, ‘দেশ তখন তালেবানবাদী জঙ্গি অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে ছিল এবং হেফাজতে ইসলাম ছিল তাদের দল, যার অর্থ তারা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব, এটির উপর একটি ক্র্যাকডাউন ছিল, তবে এটি উন্মুক্ত ছিল এবং বিবিসিসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিল সেখানে। গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে এ ধরনের ইসলামি জঙ্গিদের ছত্রভঙ্গ করতে চেয়েছিল পুলিশি অভিযান।’

তিনি জানান, পরের দিন ‘অধিকার’ (বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংস্থা) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে ৬৩ জনকে হত্যার কথা বলা হয়। হেফাজত (মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি কট্টর ডানপন্থী ইসলামী এক্টিভিস্ট গ্রুপ) এমনকি ২০ হাজার লোকের মতো বড় জনবল নিয়ে ঢাকায় এসেছিল। হেফাজতের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে অধিকার বলেছে, অভিযানের কারণে ৬৩ জন নিখোঁজ হয়েছেন।

ড রশিদ বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন মানবাধিকার কর্মী। সবাই উদ্বিগ্ন ছিল এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল এবং কয়েক দিন পরে, আমরা দেখলাম যে, যাদের নিখোঁজ বলে দাবি করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তারা সামনে এসেছিল। সুতরাং, বিষয়গুলোর শুরুতেই আমি এটি বুঝতে পারি। গণমাধ্যম বা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে স্কুপ আছে, কিন্তু সব সংশোধনের পরও তারা তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেনি।’

ইউ টুডে ড. রশিদের জাছে জানতে চায়- অধিকার কি সরকারের কাছে বিশেষ কোনো দাবি করেছে?

তিনি তখন জানান, যখন তারা এই স্কুপটি নিয়ে এসেছিল, তখন তারা তদন্তের দাবি করেছিল। কারণ একটি দেশে, এমনকি একটি ইসলামী অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহের প্রচেষ্টার পরেও ৬৩ জনের নিখোঁজ হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই ছিল পরিস্থিতি। আমিসহ সবাই তদন্তের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু পরে তা বাতিল হয়ে যায়। অধিকারের সমস্যা ছিল যে

তারা তাদের গল্পটি সংশোধন করেনি যা তারা আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ মানবাধিকার সংস্থার কাছে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছিল। আর সেসব প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে কোনো অফিস নেই, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাদের কোনো সক্রিয় তদন্ত ব্যবস্থা নেই, তাদেরকে অধিকারের ভাষ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এভাবেই অধিকারের গল্প বার বার রিসাইকেল করা হয়েছে।

অধিকারকে তালেবানের সাথে যুক্ত করার কোনও প্রমাণ আছে কিনা জানতে চাইলে ডঃ রশিদ বলেন, ‘না, অধিকারের ক্ষেত্রে আমি এটা বলবো না। আমি মনে করি এটা অধিকারের সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানের ব্যাপারে বেশি ছিল। তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী ছিলেন, কিন্তু বিএনপি শাসনামলে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলও ছিলেন। আমি জানি না তার মনে বা সংগঠনের মধ্যে কী চলছে বা কোনও রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল কিনা।’

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রপচার বন্ধে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে সভা

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিকৃত তথ্য উপস্থাপন ও অপপ্রচার বন্ধে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (১১ অক্টোবর) ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহ এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক বাংলাদেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্টাডি সার্কেলের যৌথ পরিচালনায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহ এবং বক্তা হিসেবে ছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ক্রিস ব্যাক বার্ন। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ক্রিস র্ল্যাকবার্ন আইনজীবী ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন বিশেষজ্ঞ রশিদ রায়হান বিন এবং স্টাডি সার্কেল লন্ডনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোজাম্মেল আলী।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আলোচনা সভায় বিভিন্ন পেশার

মানুষ একত্রিত হন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে তথ্যের অপপ্রচার চলছে তা কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন তারা।

ড. ক্রাহ সংবাদ উপস্থাপনে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘এনজিও মানে বেসরকারি সংস্থা কিন্তু প্রায় সব এনজিওরই একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।কিছু সংস্থা হয়ত নিজস্ব স্বার্থে তথ্য বিকৃত করে প্রচার করে, যার ফলাফল হয় আরো ভয়াবহ।’

বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি ও উন্নয়নের চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন মোজাম্মেল আলী। তিনি বলেন, দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এতো কাজ বর্তমান সরকার ছাড়া আর কেউই করেনি।

বাংলাদেশের মানবাধিকার প্রসঙ্গে রাশিদ বিন রায়হান বলেন, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যবেক্ষকদের উচিত বাংলাদেশের মানবাধিকার বিষয়ে প্রচারিত সংবাদগুলোর তথ্য যাচাই করে দেখা যেন কেউ কোনও বিকৃত সংবাদের ফাঁদে না পড়ে।

অধিকারের মামলা নিয়ে ইইউ রেজোলিউশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পার্লামেন্টে প্রবাসীদের চিঠি

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও অধিকারের মামলার বিষয়ে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদে গৃহীত রেজোলিউশনের প্রতিবাদ ও তা বাতিলের জন্য চিঠি দিয়েছে ইউরোপে বসবাসরত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা নবম ইউরোপীয় সংসদের উচ্চ প্রতিনিধি জোসেপ বোরেল, ১৪ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং দা লেফট, ভার্টস/এএলই, রিনিউ, এস এন্ড ডি, পিপিই-এর প্রতিনিধি এমইপিদের কাছে চিঠি দেন।

চিঠিতে প্রবাসীরা জানান, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, বিশেষ করে অধিকারের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে যে রেজোলিউশন পাস করা হয়েছে তার জন্য তারা সকলেই ক্ষুব্ধ। “অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে এই দণ্ড প্রত্যাহার করার এবং অধিকারের নিবন্ধন পুনঃস্থাপন করার” অনুরোধ জানিয়ে যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে তারা সে বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যা তারা একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ আইনি বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন।

‘অধিকার মামলাটি’ বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কারণে করা হয়েছিল। বাংলাদেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হেফাজতে ইসলাম নামের ‘ জঙ্গি সংগঠন’ দ্বারা ২০১৩ সালের ৫ মে, ধ্বংসাত্মক ইসলামিক এজেন্ডা দাবি এবং একটি সহিংস ভাঙচুর ও জনগণের অধিতার নস্যাৎ করার জঙ্গি আন্দোলন ব্যর্থ করে। এই ঘটনায় গত একই বছরের ১০ জুন অধিকার রিপোর্টে ৬১ জন নিহত হওয়ার দাবি করা হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্বাধীন সংস্থাগুলো অধিকার এর দেওয়া মৃত্যুর তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম এবং ভুল তথ্য পায়।

চিঠিতে বলা হয়, উদাহরণস্বরূপ- তালিকায় ১০ তম এন্ট্রি খালি ছিল। অধিকারের তালিকায় তিনজনের নাম নিহত হওয়ার দাবি করলেও পরে জীবিত পাওয়া যায়। এতে নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে নিহত আরও পাঁচজনের নাম ছিল যারা ওই ঘটনায় সম্পৃক্ত ছিলো না । তালিকায় পাঁচটি নাম রয়েছে যা দুবার গণনা করা হয়েছে। তালিকায় প্রথম নাম, সিদ্দিকুর রহমান, পুলিশ কর্তৃক রিকুইজিশন করা বাস চালক যাকে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা হত্যা করেছে। ৫৭ তম নাম- কামাল উদ্দিন খান, একজন জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ব্যবস্থাপক, সেই রাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। এছাড়া আরো ১৯ জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

প্রবাসীরা জানান, অধিকারের রিপোর্ট উগ্র ইসলামপন্থীদের তুষ্ট করেছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ উস্কে দিয়েছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বিচার নিশ্চিত করার জন্য লড়াইরত প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর জন্য এই ‘৬১ জন’ মৃত্যুর সংখ্যা হেফাজতে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামের মতো কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলোর জন্য একটি ভিত্তি হয়ে উঠেছে । হেফাজতে ইসলাম ২০১০ সালে কওমি মাদ্রাসা এবং তাদের ছাত্রদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের ১৩ দফা দাবির সনদ – যার মধ্যে ব্লাসফেমির জন্য মৃত্যুদণ্ড, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা,

সমস্ত স্তরে লিঙ্গ বিচ্ছিন্নতা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো ধ্বংস করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে হেফাজত তালেবানের সাফল্যকে অনুকরণ করছে । তারা বাংলাদেশকে একচেটিয়া ইসলামী ধর্মতত্ত্বে পরিণত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে যা খুবই উদ্বেগজনক।

এতে আরও বলা হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষায় একটি প্রশংসনীয় ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। তবুও, একটি রেজোলিউশন বিরাজমান উদ্বেগগুলোকে মোকাবেলা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য। হেফাজতে ইসলামের ক্রিয়াকলাপ এবং তাদের ১৩ দফা দাবিগুলো তাদের একটি রক্ষণশীল ইসলামী এজেন্ডা অনুসরণ করে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধ্বংসাত্মক জঙ্গি প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়ার আগ্রহকে প্রতিফলিত করে। এই ধরনের সহিংস আন্দোলনের মুখে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সরকারের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

বাংলাদেশে অধিকার মামলাটি ঢাকা শহরে ২০১৩ সালের হেফাজতে ইসলামের সহিংস কর্মকাণ্ডের সময় মৃত্যুর সংখ্যা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে। তাদের বক্তব্য মানবাধিকার প্রতিবেদনের চেয়ে রাজনৈতিক। এটি ইসলামিক জঙ্গিদের রক্ষা করছে বলে মনে হচ্ছে এবং প্রগতিশীল শক্তিকে খলনায়ক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

আদিলুর খান ২০০১-২০০৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ইসলামী জোট সরকারের সময় ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সহিংস সরকার ছিল। তাদের ‘হরকাত-উল-জিহাদ’ নামের একটি তালেবান-সংযুক্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সমর্থন করার ইতিহাস রয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, উগ্র ইসলামপন্থীদের সাথে তার অতীতের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে তার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র জঙ্গিবাদী ইসলামপন্থীদের পক্ষপাতমূলক নয়, অপ্রমাণিত দাবি এবং মিথ্যা যুক্তিতেও পূর্ণ। ইইউ পার্লামেন্ট স্বচ্ছ ও ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়ার পক্ষে ওকালতি করতে পারে যা অবশ্যই ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের নীতিগুলিকে সমর্থনের ভিত্তিতে হবে। এটি অবশ্যই বাংলাদেশের আইনের শাসনকে সম্মান করার, দেশের আইনি কাঠামো এবং সেই মোতাবেক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বজায় রাখার

গুরুত্বের উপর জোর দিতে হবে। একটি জাতির সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা এবং মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের পক্ষে ওকালতি করার মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা আবশ্যক।

চিঠিতে প্রবাসীরা ইইউ পার্লামেন্টকে প্রস্তাবটি পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন।

সেই আমেরিকার কাছেই অভিযোগের ঝাঁপি খুলল বিএনপি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব পরিস্থিতি যাচাই করতে ৭ অক্টোবর ঢাকায় আসেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের ৭ সদস্য। সরকারি দল, বিরোধী একাধিক দলের সঙ্গে সভা শেষে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সভা করেছে। এরমধ্যে বিএনপি ও এবি পার্টির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে যখন তাদের কাছে নালিশ জানাচ্ছে বিরোধীদলগুলো তখন মার্কিন মদদে গাজায় ইজরাইলি হামলায় প্রাণ হারাচ্ছে হাজারও মানুষ। যুক্তরাষ্ট্র যখন সরকারি বিরোধীদল নির্বিশেষে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তথন তাদের প্রতিনিধি দলের সামনে বিএনপির তুলে ধরা খণ্ডিত চিত্র নিয়ে সমালোচনা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সেপ্টেম্বরে জানানো হয়, মার্কিন ভিসানীতির কারণে বাংলাদেশের কিছু বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের রাজনীতিক ভিসা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র জানায় বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অযাচিত হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তারের কারণে তাদের উপর এই ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হতে পারে। এর আগে র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, আমাদের মতো তৃতীয়বিশ্বের দিশগুলোকে পশ্চিমারা শেখানোর চেষ্টা করে। যেখানে তাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আছে সেসব জায়গার গণতন্ত্র মানবাধিকার যদি ধুলিসাৎ হয়ে

মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনে বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে ইসিরও বৈঠক হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। তাদের সঙ্গে ইসির বৈঠকের মূল আলোচনার বিষয় ছিল অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। সিইসি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল কী করবে আমরা জানি না। ইসির সঙ্গে বৈঠকে আইআরআই ও এনডিআইয়ের যৌথ এই দলটির মূল ফোকাস ছিল অবাধ, সুষ্ঠ, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। ওরা ইসির ভূমিকা, সরকারের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কার্যক্রমসহ অনেক কিছু জানতে চেয়েছে। আমরা সবকিছু তাদের সামনে তুলে ধরেছি। তারা যা যা জানতে চেয়েছিল, আমরা জানিয়েছি। এখন তারা কী করবে, তা আমরা জানি না। হয়তো তারা দেশে ফিরে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে; নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে কী পাঠাবে না। অথবা পাঠালে কীভাবে পাঠাবে।’

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নূহ উল আলম লেনিন বলেন, ‘বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতি এর চেয়ে অনেক খারাপ পরিস্থিতি অনেক দেশে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ সেসব দেশে হস্তক্ষেপ করছে না। তারা হিসেবে ভাবমূর্তির অভিভাবক হতে চায়। এর পিছে জিও পলিটিকাল স্ট্র স্ট্র্যাটেজিক্যাল কারণ আছে। বাংলাদেশ যে ভারত চীনের সাথে একই রকম সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে এটা আমেরিকার পছন্দ না।’ নির্বাচনের এত আগে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের কাছে দেশ বিষয়ে কোনো অভিযোগ দেওয়ার অর্থ নেই উল্লেখ করে শামসুদ্দিনচোধূরী মানিক বলেন, ‘যারা নালিশ দিচ্ছে তারা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করছে, আর যারা নালিশ শুনছে তাদের এইএখতিয়ার নেই। এটা বুঝে নেওয়া ভালো। এটা নির্বাচনের পর্যবেক্ষক দল। নালিশ তাদের কাছে না করে দেশের অথরিটির কাছে করুন।’

উল্লেখ্য, এই সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যারা সারাবিশ্বে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বললেও তাদের মদদে লঙ্ঘিত হয় অনেক জায়গায়। শনিবার থেকে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজার অন্তত ৭০০ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে বলে জানায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। গাজা উপত্যাকার ওপর সোমবার নেতানিয়াহু সরকারের সর্বাত্মক অবরোধ আরোপের পর হামলা আরও বেড়েছে। এতে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েছে অবরুদ্ধ গাজা।

‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্রে গান গেয়ে উচ্ছ্বসিত কলকাতার উর্মি

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্র। গড়বে মুক্তির রেকর্ড। ছবিটি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ এবং ভারতের যৌথ প্রযোজনায়। চলচ্চিত্রটি তুলে ধরেছে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের জীবনের নানান কাহিনী। সেই চলচ্চিত্রে ভারতের প্রখ্যাত সুরকার শান্তনু মৈত্রর সুরে গান গেয়েছেন কলকাতারই গায়িকা উর্মি চৌধুরী। ছবিটিতে শেখ মুজিবুরের বিয়ের সময় একটি গান চলবে।

উর্মির গাওয়া গানে দৃশ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে মুজিবুর রহমানের বিয়ে, বউ বাড়িতে প্রবেশ করছে এবং নৃত্যরত মেয়েদের। গানের দৃশ্যে দেখা যাবে, অভিনেতা আরফিন শুভ, নুসরাত ফারিয়া, চঞ্চল চৌধুরী সহ বহু অভিনেতা অভিনেত্রীকে। গানটি উর্মি গেয়েছিলেন ২০২১ সালে।

ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে ২০২৩-এর ১৩ই অক্টোবর। তবে দুই ভাবে মুক্তি পাচ্ছে। একটি বাংলা ভাষায়, একটি হিন্দি ভাষায়। বাংলাতে মুক্তি পাবে ১৩ই অক্টোবর এবং হিন্দিতে মুক্তি পাবে ২৭শে অক্টোবর। ছবিটিতে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিত্রনায়ক আরিফিন শুভ। পরিচালনায় রয়েছেন ভারতের খ্যাতিমান নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল। শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন নুসরাত ফারিয়া। এই একটা ছবিতে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক শিল্পী।

মুক্তির আগে ১২ অক্টোবর ঢাকায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে আয়োজিত সিনেমাটির প্রিমিয়ার শো দেখেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি নিজেই বলেছেন, এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য থেকে শুরু করে নতুন অধ্যায় জাতি জানতে পারবে।

২০১৯ সালের চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। অবশেষে চলতি বছরের ৩১ জুলাই বাংলাদেশে পায় আনকাট সেন্সর ছাড়পত্র।

আর কী কী গুজব ছড়িয়েছেন আব্দুর রব ভুট্টো

সম্প্রতি বাংলাদেশি ১০ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকের নামে ফ্রান্সের ভিসা প্রত্যাখানের গুজব মিথ্যা বলে নিশ্চিত করার পর জনসাধারণের আলোচনায় এসেছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী সাংবাদিক আব্দুর রব ভুট্টো। অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে সাম্প্রতিক সময়ে ছড়ানো তার আরও গুজবের তথ্য।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া আলোচিত এসব পোস্টের মধ্যে আছে পুলিশ অফিসারদের নামে মার্কিন স্যাংশননের গুজবটি। সেখানে তিনি বলেন, ‘পুলিশ অফিসারদের নামে মার্কিন স্যাংশন’ শিরনামের ওই পোস্টে তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের ৮ কর্মকর্তার একটি তালিকা নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আছে। সেখানে তিনি কোনোপ্রকার নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ব্যবহার করেননি। ফ্যাক্টচেক করে দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট এরকম কোন নিষেধাজ্ঞাই দেয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক কার্যালয়ের সামনে শেখ হাসিনার উপস্থিতির একটি ভিডিও ফুটেজের কিছু অংশ এডিট করে ফেসবুকে ছড়ান ভুট্টো। এর সঙ্গে যুক্ত কররন কিছু মিথ্যা তথ্য। অথচ শেখ হাসিনা সেখানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন।

ভুট্টো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ান, বাংলাদেশে কয়লা আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান সিএমসিকে স্যাংশন দিয়েছে চীন। কারণে প্রতিষ্ঠানটির কাছে বকেয়া ৩ বিলিয়ন ডলার। ফ্যাক্টচেকের অনুসন্ধান বলছে, চীন কোনো স্যাংশন দেয়নি এবং বকেয়ার পরিমাণ ২৯৩ মিলিয়ন ডলার। যা রাষ্ট্রীয় আমদানি সংক্রান্ত লেনদেনেরে ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। গত বছর নভেম্বরের শেষ দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ায়- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবারো বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর ৯২ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যে তথ্যের কোন ভিত্তিই ছিল না।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার

কিছু লোক আছে যাারা খেলার মত করে সামাজে গুজব এবং মিথ্যা ছড়িয়ে যায়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মরর্তা জানান, ভুট্টোর ফেসবুক ও টুইটার অ্যাকাউন্ট মনিটরিংয়ে আছে। ফেসবুকের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। টুইটার এখনও কোনো রেসপন্স করেনি।